



পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়ে এবার ভারতের কাছে জলের অনুরোধ পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ/নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পরমাণু আক্রমণের হুমকি ছুঁড়ে দেওয়ার ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান এবার শান্তিপূর্ণ বার্তা দিয়ে ভারতের কাছে ইন্দাস জল চুক্তির কার্যকারিতা পুনরায় শুরু করার আবেদন জানিয়েছে।

গত এপ্রিল মাসে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর, ভারত এই ঐতিহাসিক জল চুক্তির কার্যকারিতা স্থগিত রাখে। পাকিস্তানের সামরিক প্রধান জেনারেল আসিম মুনির এবং প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিরাটলা ভুট্টো সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝঁশিয়ারি দেওয়ার পর, এই আবেদন কূটনৈতিক মহলে বিশ্বয় তৈরি করেছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ভারতের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে সিঙ্কু জল চুক্তির কার্যকরী বাস্তবায়ন অবিলম্বে পুনরায় চালু করতে।

এক্স-এ প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমরা ভারতকে অনুরোধ করছি ইন্দাস জল চুক্তির স্বাভাবিক কার্যক্রম অবিলম্বে পুনরায় শুরু করতে এবং এই চুক্তির সব শর্ত পূর্ণ সত্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে।”

পাকিস্তান আদালতের সিদ্ধান্তকে ‘গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঘাত’ বলে স্বাগত জানিয়ে আরও জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীগুলিচেনাব, বেলাম এবং সিঙ্কুএর জল প্রবাহিত রাখতে হবে যাতে পাকিস্তান তা অনিরুদ্ধভাবে ব্যবহার করতে পারে।

তারা দাবি করেছে, ভারতের তৈরি নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির ডিজাইন চুক্তির নির্দিষ্ট শর্ত অনুসারে হতে হবে, ভারতের নিজস্ব “আদর্শ” বা “সেরা চর্চা” অনুযায়ী নয়। ভারতের দিক থেকে বলা হয়েছে, পাকিস্তান

বারবার চুক্তির অপব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মহলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত ইন্দাস চুক্তি অনুযায়ী, ভারতকে দেওয়া হয়েছে বেস, শতদ্রু ও রবি নদীর পূর্ণ অধিকার এবং পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে সিঙ্কু, বেলাম ও চেনাব নদীর অধিকার। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের হিমাচল ও জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চলে গড়ে ওঠা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ডিজাইন নিয়ে বারবার আপত্তি জানিয়ে থাকে।

এপ্রিল মাসে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলার পর, যাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা শহিদ হন, ভারত চুক্তির কার্যকারিতা ‘অস্থায়ীভাবে স্থগিত’ রাখে এবং জানায়, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা দেশের সঙ্গে আর কোনো ‘বিশ্বাসভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি’ বজায় রাখা সম্ভব নয়।

এই শান্তিপূর্ণ অনুরোধের আগে ও পরে, পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের মুখে উঠে এসেছে চরম যুদ্ধবন্দেহী বক্তব্য।

প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিরাটলা ভুট্টো বলেন, “মোদি সরকারের পদক্ষেপ পাকিস্তানের উপর চরম ক্ষতি এনেছে। পুরো পাকিস্তানকে একজোট হয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে। যদি ভারত এই পথে চলতে থাকে, তাহলে পাকিস্তানের কাছে আর কোনো পথ থাকবে না। আমরা যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প ভাবতে পারি না।” তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের জনগণ যুদ্ধ করে ছয়টি নদী পুনরুদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট ‘শক্তিশালী’।

এর আগে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির বলেন, “যদি ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং পাকিস্তান অস্ত্রের সংকটে পড়ে, তাহলে তা পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে, যা বিশ্ববাসীর অর্ধেককেই ধ্বংস করতে পারে।”

এর আগে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির বলেন, “যদি ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং পাকিস্তান অস্ত্রের সংকটে পড়ে, তাহলে তা পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে, যা বিশ্ববাসীর অর্ধেককেই ধ্বংস করতে পারে।”

সিঙ্কু চুক্তি পুনরায় চালু হোক

বিদ্যুৎ বিল আত্মসাতের অভিযোগ কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ আগস্ট। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লক এলাকার কালাগাঙ্গের পাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ভিহরগুলি এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের নাম ভাঙিয়ে বিল আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত কদমতলা বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের অনিয়মিত বেসরকারি কর্মী জঙ্ঘর উদ্দিন। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ওই এলাকায় কদমতলা সাব-স্টেশনের তরফে বিদ্যুৎ লাইনে নতুন ক্যাবল তার টানা হয়। একই সঙ্গে, বকেয়া বিল পরিশোধ না করায় বেশ কিছু গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং কয়েকজনকে ঝঁশিয়ারি দেন জঙ্ঘর উদ্দিন। পরবর্তীতে প্রায় ৪০-৫০টি পরিবার তাদের বকেয়া বিল অভিযুক্ত জঙ্ঘর উদ্দিনের কাছে জমা দিলেও অধিকাংশ গ্রাহক রশিদ পাননি এবং সংযোগও ফেরত পাননি বলে অভিযোগ। তাছাড়াও জঙ্ঘর উদ্দিন প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকা সংগ্রহ করলেও কদমতলা বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা দেননি। এর ফলে অন্তত আট দশটি পরিবার প্রায় তিন মাস ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, যদিও তারা সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করেছেন। এতে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকের। একদিকে তীর গরমের দাবদাহ ততো অন্যদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা। ফলে কচিকাঁচা শিশুও চরম বিপাকে

এর পাঠ্য দেখুন

জাতীয় পতাকার সঙ্গে নতুন করে স্পন্দন তৈরি করেছে হর ঘর তিরঙ্গা : মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট। দেশভক্তির ভাবনাকে সুদৃঢ় করতে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে ২০২২ সালে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির সূচনা করেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে

জাতীয় পতাকার সঙ্গে শ্রদ্ধার সংযোগ তৈরি করা। দেশপ্রেম ও দেশের মুক্তির সংগ্রামে যারা আত্মবলিদান করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। আজ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে হর ঘর তিরঙ্গা র্যালি, ২০২৫ এর সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক

বিলোনীয়ার নিখোঁজ মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার

ভাড়াটে খুনি দিয়ে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী সহ দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ আগস্ট। সুপারি কিলার দিয়ে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ মহিলার পচাগলা মৃতদেহ। ঘটনায় সুপারি কিলার আবার পূর নির্বাচনে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বলে জানা গেছে। বিলোনীয়া সিএমও অফিস সংলগ্ন যাত্রাপুর থানাধীন কাশারী গভীর জঙ্গলে থেকে নিখোঁজ কনা দেবনাথ দাসের (৪৫) পচাগলা মৃত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর মেয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন। এই ঘটনায় পুলিশ আটক করেছে মহিলার স্বামী রাজু দাস এবং গত পূর নির্বাচনে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দোলন দাস ও মোহম্মদ মিয়াকে। অভিযোগে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে খুন করানো হয়েছে মহিলাকে। আদালত দোলন দাস ও মোহম্মদ মিয়াকে সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত।

গৃহবধু কনার মেয়ে প্রীতি দেবনাথ বিলোনীয়া মহিলা থানাতে নিখোঁজ



ডায়েরি করেছিল। অবশেষে ১৪ দিন পর সোমুড়া যাত্রাপুর থানাধীন কাশারী গভীর জঙ্গল থেকে মঙ্গলবার

এর পাঠ্য দেখুন

ত্রিপুরায় চিটফান্ড কেলেক্সারিতে

সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার বেসরকারি সংস্থার অধিকর্তা

কলকাতা, ১২ আগস্ট। ত্রিপুরার বহুচর্চিত চিটফান্ড কেলেক্সারিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এক বড় পদক্ষেপ নিল। গত ১১ আগস্ট সিবিআই পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে এক বেসরকারি চিটফান্ড সংস্থার ডিরেক্টরকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগরতলার সিবিআই বিশেষ আদালত গত ২২ জুলাই জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। এক পেস বিবৃতিতে সিবিআই এই সংবাদ জানিয়েছে।

সিবিআই-র কথায়, ২০২৩ সালের

১৪ মার্চ এই মামলাটি রুজু করা হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি চিটফান্ড সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে আদায় করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি যৌথ ষড়যন্ত্রে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও মোহাদর্পিতর পর আমানতের অর্থ ফেরত না দেওয়ার মত গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিলেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট দাখিল

করেছে। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন তিনি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। এরপরই তাঁকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই অভিযুক্তকে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করেছে। আদালত তিন দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্তকে ত্রিপুরার আগরতলায় সিবিআই বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে। প্রসঙ্গত, এই মামলার বিচার এখনও চলমান রয়েছে।

এলাকার একমাত্র রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ আগস্ট। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে ধুকছে কৈলাসহরের গৌরনারী রাস্তার অধীন ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের একমাত্র রাস্তাটি সংস্কার না করায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ উদাসীন। গ্রামবাসীরা কয়েকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে ডেপুটিশন প্রদান করলেও

এর পাঠ্য দেখুন

দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী : রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট। ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্র এতটাই শক্তিশালী যে, তা অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। আজ মোহনপুর পূর্ব পরিষদ প্রাঙ্গণে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ উপলক্ষে আয়োজিত এক মেগা কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মোহনপুর পূর্ব পরিষদ এবং মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যুব সমাজ।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে আমরা ‘হর ঘর



তিরঙ্গা’ উদযাপন করছি। আজও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হবে। এই জাতীয় পতাকাই আমাদের প্রাণ। কুইজ

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। ছাত্রছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যৎ।

এর পাঠ্য দেখুন

পাচারকালে গাঁজা সহ আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট। বহিঃরাজ্যে গাঁজা পাচারকালে উদয়পুর রেলস্টেশনে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে এক যুবক। তার কাছ থেকে ৩ কেজি ৪০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, মাত্র ৫ হাজার টাকার জন্য গাঁজা পাচারে যুক্ত পরাস্ত কোনো সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যু, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ১২ আগস্ট। মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক এক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বঙ্গনগরে। মাত্র ২৭ বছরের সায়ন্ত সরকার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারানেন। মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে নিজ ঘরে মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে শর্ট সার্কিটে তিনি বিদ্যুতস্পৃষ্ট হন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে বঙ্গনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলে বঙ্গনগর চৌমুনি সংলগ্ন তার বাড়িতে কামার

এর পাঠ্য দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৩ আগস্ট, ২০২৫ ইং ২৭ শ্রাবণ,বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কর্মফলই চিরজীবী

জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হইল মানুষ। যাহাদের মান এবং হুশ রহিয়াছে তাহারাই মানুষ। মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহাদের মধ্যে মান এবং হুশ নাই তাহাদের মানুষ বলিয়া গণ্য করাই কষ্টকর। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের উচিত জীবনে এমন কিছু কাজ করিয়া যাওয়া যাহা পরবর্তী প্রজন্ম তাহাকে স্মরণে রাখে। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। দোশে ওগ্ণে ভরা মনুষ্য সমাজ। এই সমাজে যাহারা সমাজের জন্য কিছু করিয়া যান তাহারাই চিরজীবী হইয়া থাকেন। ইহাই চিরন্তন সত্য। সদগুরু বা সংশার্দের সর্বপ্রাথমিক ইঙ্গিতই ইহাতেছে যে নর বা নারীরপে মনুষ্যজন্ম লাভ করা সু-দুর্লভ। মনুষ্যত্বের প্রাণীরূপে জন্মের চাইতে মনুষ্যজন্ম লাভ করা নিশ্চয়ই তাহার অধিকারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভগবান শঙ্করাচার্য এই বিষয়ে বলিতেছেন, “জীবমুক্তি সুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারণতম্, আত্মনা নিতামুক্তেন ন তু সংসার কাম্যয়া।” ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথাই আবার এইভাবে বলিতেছেন, “দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক’রে দীশ্বরলাভ যদি না হয় তো জন্মধারণ করাই বৃথা হইল।” মনুষ্যজন্মই হউক বা মনুষ্যোত্তর জন্মই হউক, শরীরধারণ করিলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসরাসএই ছয় রিপূর কম-বেশি অধীনতা না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনুষ্যজন্মে আমরা পাই বিভিন্ন নরনারীতে ন্যায় ও অন্যায়ের কম-বেশি বিবেক। এই বিবেকে আরও জাগ্রত করবার সম্ভাবনা বিশেষ করিয়া মনুষ্যজন্মেই, সদগুরু ও সংশাস্ত্র এই বিবেক উদ্ভবের প্রকৃত হাতিয়ার। তাই সংসদের উপর জোর দিয়াছেন মহাপুরুষ বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। শাস্ত্রের চাইতে চেতনবান মানুষের সদের উপর আরও জোর দিয়াছেন শাস্ত্র বা গুরু নিজেই। নিজে পড়িয়া শাস্ত্রার্থ উদ্ঘাটন করা অতীব কঠিন অর্থাৎ এক প্রকার অসম্ভবই বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে“শব্দজলাং মহারণ্যং চিত্তবিস্রমকারণম্” ইত্যাদি। ভগবান শ্রীরাধাকৃষ্ণদেব বলেছেন, “পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল।” এখন কথা ইহাতেছে উপরোক্ত সূত্রটির মর্মার্থ যদি এইস্থানে আলোচিত হয় তো প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার স্বাধীন এবং নিজস্ব চিন্তাধারার একটা সুযোগ বা সুবিধা আসিবে যাহাতে এই আলোচনাটির যৌক্তিকতা কোনও একদেশী বা সাম্প্রদায়িক পর্যায়াভূত হইল কিনা তাহার বিচার করিয়া দেখা যাইবে। প্রকৃত সত্য কখনই একদেশী বা সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না তাহা সর্বদেশী সর্বকালিক ও অসাম্প্রদায়িক। পড়া বলিতে বুঝিবকী গ্রন্থ পড়িতে বলিতেছেন? এখানে উপনিষদের কথায় আসিয়া পড়িলাম“দেে বিদ্যা পড়া চ অপরা।” অর্থাৎ পড়া বিদ্যা, অপরা বিদ্যা দুইটি বিদ্যা মনুষ্যকুলের সামনে খোলা আছে যাহা পড়িতে হইবে, জানিতে হইবে, অধিগত করিতে হইবে। অপর বিদ্যার অন্তর্গত কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, শিক্ষা ইত্যাদি ছয় প্রকার যাহাদেরকে বেদাঙ্গও বলা হয়। আর পরাবিদ্যার অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা যাহাই আবার আত্মজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এখন বেদ ও বেদাঙ্গ বলিয়া দুইটি ভাগের কথা আমরা পাই। বেদাদের কথা আমাদের বিসয় নহে, কারণ নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই সব গ্রন্থপাঠের কথা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন বেদ অধ্যয়নের কথাই। এ দিকে আমরা দেখিতে পাই চারিটি বেদের ভিতর প্রত্যেকটির আবার দুইটি করিয়া ভাগ আছে, একটি ইহতেছে কর্মকাণ্ড ও অপরটি ইহতেছে জ্ঞানকাণ্ড তথা উপনিষদ ও অদ্বৈত বেদান্ত।

’প্যারিস যখন কুকুর হত্যা করেছিল’: সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ঘিরে মেনকা গান্ধীর তীব্র প্রতিক্রিয়া, ইতিহাস টেনে দিলেন সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট :দিল্লি ও আশেপাশের এলাকা থেকে সমস্ত রাস্তার কুকুরকে অপসারণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করার সুপ্রিম কোর্টের রাস্তারিক নির্দেশ ঘিরে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক ও উদ্বেগ। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পণ্ড অধিকার কর্মী ও বিজেপি নেত্রী মেনকা গান্ধী। তিনি এই আদেশকে একদিকে যেমন ‘অবাস্তব’ ও ‘অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব’ বলে দাবি করেছেন, তেমনই এর ফলে পরিশোধ ও জনস্বাস্থ্যে বড়সড় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও সতর্ক করেছেন।

গত সোমবার, দেশের শীর্ষ আদালত একটি মামলার ওুনানিতে দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা এবং গাজিয়াবাদের রাস্তাগুলি থেকে সমস্ত স্ট্রে বা পথকুকুরকে অবিলম্বে অপসারণ করে সরকার বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেয়। আদেশে বলা হয়, জননিরাপত্তা ও নাগরিকের জীবনাব্যায়র মান রক্ষার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আদালতের মতে, পথকুকুরের আচরণ অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, বিশেষত শিশু ও বয়স্কদের জন্য। তাই অবিলম্বে এদের সরিয়ে নেওয়া উচিত। তবে এই নির্দেশিকায় প্রাণীপ্রেমী ও পণ্ড অধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলির মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রালকে ‘ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ফল’ বলে অভিহিত করে মেনকা গান্ধী বলেন, “দিল্লি থেকে কুকুর সরিয়ে দিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ থেকে লাখ লাখ কুকুর আবার এই শহরে চলে আসবে। কারণ খাবার এখানে। আর কুকুর না থাকলে অন্য প্রাণীরা, যেমন বানর বা ইঁদুর, রাস্তা দখল করে নেবে। আমি এটা আমার নিজের বাড়িতে দেখেছি।”

তিনি আরো বলেন, কুকুর শুধুমাত্র মানুষের সঙ্গী নয়, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীব্যাপী পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রাণী। কুকুর রাস্তায় থাকলে ইঁদুরের মতো হোঁচাতে রোগ বহনকারী প্রাণী নিয়ন্ত্রিত থাকে।

মেনকা গান্ধী তাঁর বক্তব্যকে জোরদার করতে ইতিহাসের দিকে নজর ঘুরিয়ে বলেন: “১৮৮০-এর দশকে প্যারিস প্রশাসন রাস্তার কুকুর ও বিড়ালদের সরিয়ে দেয়। কারণ তারা মনে করেছিল এই প্রাণীরা জলাতঙ্ক ও রোগ ছড়ানোর কারণ। কিন্তু ফলাফল কী হয়? পুরো শহর ইঁদুরে ভরে যায়।’ প্যারিসের রাস্তায় একসময় ঘুরে বেড়াঁত অসংখ্য কুকুর। শহর আনন্দীকীরণের রাস্কো ও স্বাস্থ্যগত উন্নয়ের কারণ দেখিয়ে এই কুকুরদের হত্যা বা অপসারণ করা হয়। গবেষণাপত্র ”স্ট্রে ডগস অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ মডার্ন প্যারিস”-এ বলা হয়েছে, ১৮৮৩ সালে ফার্মাসিস্ট এলিম ক্যাপরনের নেতৃত্বে রাস্তার কুকুরদের বিস্তৃদ্ধ অভিযান শুরু হয়। কারণ তারা ঘোড়াকে ভয় দেখিয়ে রাস্তায় দূর্য্গটনার সৃষ্টি করত। যদিও এই সময়ে বিড়ালদের গণহত্যার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে রবার্ট ভানটনের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্য গ্রেট ক্যাট ম্যাসাকার’-তে ১৩৩০ সালের একটি বিড়াল নিধনের ঘটনা উল্লেখ আছে, যেখানে ছাপাখানার শ্রমিকরা প্রতিবাদ স্বরূপ বহু বিড়াল হত্যা করে।

মেনকা গান্ধীর মতে, রাস্তায় কুকুর থাকা মানে শুধু ‘উপদ্রব’ নয়, বরং শহরের এক অংশে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কুকুর যেমন ইঁদুর, সাপ, চোরকে ভাড়ায়, তেমনই তারা আবর্জনার উপরে নির্ভর করেও শহরের পরোক্ষ সাফাইয়ে সাহায্য করে।

তিনি আরও বলেন, “যদি আপনি লাখ লাখ কুকুরকে একসাথে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে চান, তাহলে কেবল অর্থনৈতিক চাপই নয়, প্রাণীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এটা নির্মম সিন্ধান্ত।” পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু দিল্লিতেই আনুমানিক ৬-৮ লক্ষ রাস্তার কুকুর রয়েছে। এদের স্থানান্তর ও পরিচর্যার জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা বর্তমানে সরকারের কাছে নেই বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পণ্ড চিকিৎসক, খাদ্য, জায়গা, পরিচর্যার ব্যবস্থা করা ছাড়াও প্রয়োজন হবে বিপুল জনবল ও তহবিল।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা জানানো হয়নি। প্রাণী কল্যাণ বোর্ড, এনজিও ও স্থানীয় পুরসভাগুলির সমন্বয়ে কীভাবে এই নির্দেশ কার্যকর হবে, সে প্রশ্নও উঠে এসেছে।

হিমবাহ বা গ্লেসিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা আমার বহুকাালের। ছেলেবেলায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের তথ্যচিত্রে বরফের বড় বড় খণ্ড ভেঙে পড়ার দৃশ্য আমাকে আলোড়িত করত। ভাবতাম, এ পাহাড়প্রমাণ বরফের স্তর যে ভেঙে পড়ছে, এটি বোধ করি হিমবাহ। বাংলাদেশে সুউচ্চ পর্বতমালা নেই। তার ওপর আমাদের দেশ মেরু অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। দুয়ে মিলে হিমবাহ কেবল কৌতূহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বরফের এই প্রকাণ্ড জমাট প্রাকৃতিক কাঠামোকে অচেনা ও অনেকটা অপার্থিব বলে মনে হতো। এ অচেনা প্রকৃতির সঙ্গে যে একদিন সাক্ষাৎ হবে, পরিচয় হবে, একে নিয়ে যে আমি গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারব, তা কল্পনায় আসনি তখনো। অপার্থিব এ হিমবাহ প্রথম স্চট্কে দেখতে পাই ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে। তবে দূর থেকে। জলবিষয়ক একটি নতুন গবেষণার কাজে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা যেতে হয়েছিল সেই বছর। তখন শীত এসে গেছে আলাস্কা। চারপাশ তুষারে ঢেকে আছে। আমরা কিনিক আদিবাসী গোত্রের সঙ্গে অ্যাক্সরেজের কাছে কিছু গ্রামে জলের গুণাগুণ বিচারে এসেছি। কিনিক গোত্র থেকে একলুটনা গোত্র, তারপর টাইবনেক গ্রাম। গবেষণার কাজ শেষে আলাস্কার পূর্ব প্রান্তে স্নো অ্যালেন নামের একটি জায়গায় যাওয়ার সময় রাজপথের ডান দিকে থালাম। আদিবাসী সহগবেষক আমাকে দেখালেন। তবু অবস্থিত হিমবাহটি। প্রথমে খুঁজে পেতে খানিক বেগ যেতে হলো। পরে দেখলাম, দূরে পাহাড়ের ফাঁকে পড়া বরফের পর্বতগর্ভেরে করিয়ে আনোয় চিকচিক করছে যেন। আমি শিশুতোষ ভালো লাগায় চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম, ‘ওই যে গ্লেসিয়ার। আমি গ্লেসিয়ার দেখছি।’ এ উচ্ছ্বাস দেখে আমার আদিবাসী বন্ধু হাসলেন বু। তবে হিমবাহের সঙ্গে এ সাক্ষাৎ অসম্পূর্ণ তৈকল। দেখা হলো, তবে তা এত দূর থেকে যে পরিচয় হলো না যেন। পণ কললাম, এ যুগান্ত জমাট নদীকে নিয়ে আমার গবেষণা করতে হবে। অচেনা এ অভিজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত আমাকে হতেই হবে।

সে সংকল্পে ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদে একটি গবেষণা প্রস্তাব লিখি আমি। অনুদান চাই। মাস চারেক পর জানতে পারি, এ প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমবাহের গলন কী করে হচ্ছে এবং এতে জলের রাসায়নিক ও জৈবিক গুণ কী করে পাল্টাচ্ছে এ নিয়ে গবেষণা। আমি দিন গুনছি। ২০২১ সালের আগস্ট মাস। আমার দু’জন ছাত্র, ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কা

এসে পড়ে। তারপর শুরু হয় গাছের খাদ তৈরির প্রক্রিয়া। খাদ তৈরি হয় মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি প্রতিনিয়ত করার এটা অন্যতম কারণ। জীবজগতে প্রাণীদের আধিপত্যের সবচেয়ে বড় কারণ চালাচল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নান্বানোর স্বাধীনতা। এর মাধ্যমে প্রাণী নিজেসুে সুরক্ষিত রাখতে পারে ত্রে বটেই, প্রয়োজনে আক্রমণও চালাতে পারে অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপর। অথচ উদ্ভিদ দারুণ একজীবনের সাক্ষ্য। নিজের খাবারের জন্য সে অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল নয়।

নিজেই তৈরি করে নিতে পারে নিজের খাদ। শুধু একটাই সমস্যা তারমাটি কমড়ে পড়ে থাকতে হয় প্রতিমুহুর্তে, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাণীর হাতে। সঙ্গে রোগ-শোকের মতো জৈবিক বিপদ তো আছেই। প্রম্ন হলো, গাছ কি এসব বিপদের কাছে একেবারে অসহায়? আসলে সোঁতা ঠিক নয়। গাছেরও নিজস্ব কিছু প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। গাছেরে বৈচিত্র্য থাবর জন্য পাতা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পাতায় সূর্যের আলো

হিমবাহের অপরূপ সৌন্দর্য, প্রভাব ও বিজ্ঞান

নাভিদ সালেহ

ছোট, অগভীর; কোনোটি দীর্ঘ, যা চলে গেছে বরফের নিমস্তর বা বেসাল প্লেন পর্যন্ত। তবে এই ভাঙাগড়ার ভেতর গ্লেসিয়াল আইস বা ঘন নীল বরফ উঁকি দেয়। এই বরফ কিছুটা শুভ্র, কিছুটা হালকা নীল, আবার কোথাও ঘন ময়ূরকণী নীল। নীলের যে এত শেড থাকতে পারে, তা হিমবাহ নিজ চোখে না দেখলে জানা যায় না। এ অপরিচিত অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ জমাট নদীর জন্ম, গতিময়তা ও তার প্রভাবের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়া যাক এবার।



হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার তুষার, বরফ, জল ও পললের পুঞ্জীভূত বহুঘর্ষজীবী ভর। নিজ ওজনের জন্য এটি ধীরগতিতে ভূমিতে (পার্বত্য অঞ্চলে) কিংবা গতিময়তা লাভ করে। হিমবাহের মূলত দুটি প্রকারভেদ রয়েছে; পার্বত্য হিমবাহ ও মেরু সাগর হিমবাহ। পার্বত্য হিমবাহ বা আলপাইন গ্লেসিয়ারস উত্তর ও দক্ষিণ মেরুও পর্বতগর্ভের (মেরু হিমবাহ), ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেজ পর্বতঞ্চল ও হিমালয় পর্বতমালায় গঠিত হয়। অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সাগরেও তুষারপাত থেকে গঠিত হয় হিমবাহ। ভূ পৃষ্ঠের বরফের স্তর কয়েক ফুট থেকে বৃশ্চা ফুল হয়, ফল ধরে। তবে হিমবাহের গায়ে কোনো উদ্ভিদ নেই। একে তাই আরও প্রাণহীন বলে মনে হয়। তবে হিমবাহের স্তর কয়েক ফুট। এতে বৃশ্চা ফুল হয়, ফল ধরে। তাই সৌন্দর্যে অবগাহন করে সখিৎ ফিরে পাওয়ার পর এই জমাট নদীর বয়ে চলা, তার শব্দ, এমনকি গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আমি পেয়েছি। কী জানি? হয়তো এই অচেনা প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যার, নির্বিড় সম্বন্ধ তৈরির আকৃতি ছিল বলে আমার কাছে সে এমন করে ধরা দিয়েছে। হিমবাহের রূপ সত্যিই অশরীরী। পাহাড়ি হিমবাহ বরফের ভারে উপত্যকা বেয়ে নিচে নামতে থাকে। নামার সময় পাহাড়ের গা ঘষে পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। তৈরি করে মোরেইন। বরফের স্তর কয়েক ফুট। থেকে কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। বরফের উপরিতল এই গতিময়তায় ভেঙে যায়, তৈরি করে খাঁড়ি। কোনোটি

সময় বিরাজ করে, যেখানে তুষারপাত ঘটে এবং যে এলাকার তাপমাত্রা গেল মৌসুমে পতিত তুষারের সম্পূর্ণ গলন প্রতিরোধে সক্ষম, সে অঞ্চলে হিমবাহ সৃষ্টি হতে পারে। হিমবাহের গঠন সময়সাপেক্ষ। একাধিক মৌসুমের তুষারপাতের পর জমে থাকা তুষার নিজের ভারে স্ফটিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পানির মৌলগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করে। তুষার ফুঁয়োফুঁয়ো (বা ফাঁপা) হয়ে থাকে, অর্থাৎ এতে বায়ুর পরিমাণ ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। তুষার যখন বরফে রূপান্তরিত হয়, তখন

কঠিন পদার্থ হিসেবে জানি, পদার্থবিজ্ঞানের বিচারে বরফ একটি সাম্র তরল বা ভিসকাস ফ্লুইড। এর সাম্রতা তাপমাত্রা ও চাপের ওপর নির্ভরশীল। একে নন-নিউটোনিয়ান ফ্লুইডও বলা হয়। বর্ষানুক্রমে সঞ্চিত তুষার যখন বরফের স্ফটিকে রূপান্তরিত হতে থাকে, বরফের স্্রুপের গভীরে চাপও বাড়তে থাকে ও পরে বিদ্যমান বরফের স্্রুপের ভারে। এ উন্নীত ভারজনিত চাপ স্ফটিকের ডিফরমেশন ঘটায় এবং হিমাক্ষের নিচে তাপমাত্রা থাকা সত্ত্বেও বরফ গলে যায়। এটা ওপরে বিদ্যমান বরফের ভারকে লুট্রিকেশন (পিছলতা) দেয়।



হিমবাহ চলতে শুরু করে বছরে কয়েক মিটার গতিতে। এ প্রক্রিয়ায় হিমবাহের চলন মূলত মেরু অঞ্চলে ও ইউরোপের আলপাইন হিমবাহে দেখা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় বেসাল স্লাইডিং। পাহাড়ের গা ঘেষে, পৃষ্ঠদেশে ছুঁয়ে হিমবাহের প্রবাহের গতিকে ব্যাখ্যা করে এটি। ইউরোপের আলপাইন গ্লেসিয়ারগুলো ঘ্রীয়াক্ষরিত তাপমাত্রা হিমাক্ষের ওপর ওঠার পর ফাটল বা ফ্রেজিস এবং গভীর ফাটল বা মুলান তৈরি করে। এ ফাটলের মধ্য দিয়ে গলিত জল হিমবাহের বরফের স্্রুপের গভীরে, পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে গিয়ে পৌঁছায়, যা ওপরের বরফের কলাম পিছলে নিচে নেমে যেতে সহায়তা করে। তাহলে শব্দে উঠতে পারে, মেরু অঞ্চলের হিমবাহ গঠিতে গাঢ় হিমবাহ কি এ পদ্ধতিতে গতিশীল হয় না? জানলে অবাক হতে হয় যে হিমাক্ষের নিচে তাপমাত্রা থাকলেও এ অঞ্চলে পেছনের কারণ খুঁজতে আবার পদার্থবিদ্যার শরণাপন্ন হতে হবে। চাপ যখন বাড়ে, তখন বরফের হিমাক্ষের তাপমাত্রাও কমে। অর্থাৎ হিমাক্ষ অধিকতর চাপে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে চলে যায়। আর এ কারণে বরফের কলামের গভীরে, পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশের কাছাকাছি তলে বরফ গলে যায় মেরু অঞ্চলে। এটা একইভাবে লুট্রিকেশন জোগায় ওপরের বরফের স্্রুপকে গতিময়তা দিতে। হিমবাহের গতিময়তার

হরেকরকম াহরেকরকম হরেকরকম

উৎসবের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বাঙালিরা

বছরভর বাঙালি অপেক্ষা করে শরৎকালের জন্য। বছরের এই চারটি দিন যেন নিয়ম ভাঙার খেলা চলে ঘরে ঘরে। সাজগোজ থেকে খাওয়াদাওয়া সবতেই একটা ঐধনছাড়া ভাব। উতবের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন আট থেকে আশি। পুজোর বাকি এখনও বেশ কয়েকটি দিন। কিন্তু তাতে কী! উতবের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই।

বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো মানেই নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা। নিজের এবং পরিবারের সকলের জন্য জমিয়ে কেনাকাটা। তবে কাজের যা চাপ, তাতে আলাদা করে দোকান ঘুরে ঘুরে মনের মতো কেনাকাটা করার সময় নেই। অফিসের কাজ শেষ করে বেরোতেই রাত নেমে আসে। অনলাইন কেনাকাটার যুগে অবশ্য কাজের ফাঁকেই রাশি রাশি “শপিং” হয়ে যায়। তবে অ্যামাজন, মিস্ত্রার পাশাপাশি ইদানীং ফেসবুকের কিছু গ্রুপও মন জয় করে বসে আছে। শাড়ি, গয়না, মানানসই জুতো, প্রসাধনী থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর টুকটাকি সবই বাড়ি বসে কিনে ফেলা যায়। লাইভের মাধ্যমেই মূলত কেনাবেচার প্রক্রিয়া চলে। কিছু পছন্দ হলে অর্ডার করার পর নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতেও চলে আসে। তবে দরদামের কোনও সুযোগ থাকে না।

তবু সময় তো বাঁচে। পুজোর আগে সময় বাঁচিয়ে কেনাকাটা করার এমন সুবর্ণসুযোগ আর কোথায় পাবেন।



কোন কোন ফেসবুক গ্রুপগুলি থেকে কিনতে পারেন, রইল তেমন কয়েকটির খোঁজ।

বিয়ে গর্জাস-কাতান শাড়ি থেকে সেমি মোডাল, রূপোর গয়না থেকে কস্টিউম জুয়েলারি, জুতো, পশ্চিমি পোশাক সবই পেয়ে যাবেন এক ছাদের তলায়। কম দামের শাড়ি থেকে বেশি দামের পোশাক, সব আছে। তবে কেনার আগে মোবাইলের পর্দায় যতটা সম্ভব জিনিসের মান যাচাই করে নেবেন। নারীশক্তি-গ্রুপের নাম বলে দিচ্ছে এই গ্রুপটি একান্তই মহিলাদের জন্য। তবে নিজের জন্য শাড়ি, সােলোয়ার কেনার পাশাপাশি প্রিয়জনের জন্য কিন্তু বাহারি পাঞ্জাবিও কিনতে পারেন। এই গ্রুপটি থেকে মূলত পোশাকই কেনা

যায়। গয়না কিংবা আনুষঙ্গিক জিনিস এখনো পাওয়া যায় না। ফ্যাশন সোয়াপ-ওয়ান পিস থেকে শুরু করে শৌখিন ব্যাগ, মানানসই গয়না, কুর্তি, সোনালি গহনা, কুশন কভার গড়িয়াহাট ঘুরে কেনাকাটা করার সময় না থাকলে এই গ্রুপ থেকে কিনতেই পারেন। সব বিক্রোতার কাছে দাম এক রকম নয়। দরদাম করার সুযোগও থাকে না। জিনিস হাতে পাওয়ার পর তা পছন্দ না হলে বদল করার সুযোগও থাকে না। তাই কেনার আগে ভাবনাচিন্তা করে নেওয়া জরুরি।

শপিং সোল-এই গ্রুপে ঢুকলেই প্রথমে চোখে পড়বে নানা ধরনের গয়নার সম্ভার। আর একটু এগোলে একে একে দেখতে পাবেন ডিজাইনার ব্লাউজ, সূতির কুর্তি,

শিশুদের পোশাক, ঘর সাজানোর নানা বাহারি জিনিস, ব্যাগ, শাড়ি, ছাতা, হাতে তৈরি গয়না আরও অনেক কিছু। বাড়ি বসেই ধীরেসুস্থে পুজোর শপিং সেরে ফেলতেই পারেন।

ফ্যাশন বিউটি- সোনার জল করা শাখা বাঁধানো, পলা বাঁধানো, অষ্টমীর সকালে পরার জন্য লালপেড়ে শাড়ি থেকে নবমীর রাতের জন্য শৌখিন কাজ করা অর গ্যাজো এই থংপ পর অধিকাংশেই পোশাক বিক্রোতা। তবে একটু খুঁজলে নারকেল কোরানোর যন্ত্রও পেয়ে যাবেন। তবে অবশ্যই কেনার আগে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যাচাই করে নেওয়ার কাজটি আপনাকেই করতে হবে।

পাঁঠার মাংসে ভোজ সারার দিনে আর না খাওয়াই শ্রেয়



ছুটির দুপুরে চন্দ্রমুখী আলু দেওয়া লাল লাল ঝোল কিংবা রোগনজোস ভোজনরসিক বাঙালির মটনপ্রেম চিরন্তন। শরীরের কথা ভেবে অনেকেই পাঁঠার মাংস এড়িয়ে চলে। কিন্তু উতব-অনুষ্ঠানে এই নিয়ম মোেন চলা সম্ভব হয় না। গরম ভাতের সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা মটন দেখলে নিজেকে আটকে রাখা কঠিন। কিন্তু কয়েকটি খাবার রয়েছে, যেগুলি পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই সুস্থ থাকতে কব্জি ডুবিয়ে মটন খাওয়ার পর কিছু খাবার এড়িয়ে চলুন। রইল তেমন কয়েকটি খাবারের তালিকা।

মধু- সর্দি-কাশি সারাতে এমনিতে মধু দারুণ কার্যকরী। চিনির বদলে রান্নায় মধুও ব্যবহার করেন অনেকে। তবে মটন খাওয়ার পরে ভুলেও মধু খাবেন না। পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর খুব বাল লাগলে অল্প চিনি খান। খানিকটা গুড়ও খেতে পারেন, অথবা চকোলেট খাওয়া যায়। কিন্তু

কাছে যদি মধু থাকেও, সে দিকে হাত বাড়াবেন না। মটন খাওয়ার পর মধু খেলে হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।

দুধ- পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর দুগ্ধজাত খাবার একেবারেই মুখে তুলবেন না। পাঁঠার মাংস দিয়ে জমিয়ে ভুরিভোজের পর পায়স, টক দই কিংবা দুধ দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবার এড়িয়ে চলুন। দুগ্ধজাত খাবারে এমনিতে অ্যাক্টিবায়োটিকের পরিমাণ বেশি। পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর এই ধরনের খাবার খেলে শারীরিক নানা সমস্যা হতে পারে।

চা- পাঁঠার মাংস খেয়ে রসনাভৃশ্টির পর ভুলেও চায়ের কাপে চুমুক দেবেন না। গ্যাস-অম্বলের তো বটেই, সেই সঙ্গে বদহজম, বৃকে ব্যথারও ঝুঁকি থাকে। রেডমিট খাওয়ার পর এমনিতে গরম পানীয় খাওয়া উচিত নয়। পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে।

ছিপছিপে হয়ে উঠতে গেলে নিয়মিত খেতে হবে

পুজোর আগেই দেহের বাড়তি মেদ বারিয়ে ছিপছিপে হতে হবে। তাই দিনে এক বার জিমে যাচ্ছেন। আবার ছুটির দিনে সন্ধ্যাবেলা যোগাসনও করছেন। কিন্তু হাতে যা সময় রয়েছে, তাতে কতটা কসরত করলে যে লক্ষ্যপূরণ হবে, তা বুঝতে পারছেন না। কারণ, বিপাকহার উন্নত না হলে চটজলদি ওজনের উপর কিন্তু কোনও প্রভাব পড়বে না।

পুষ্টিবিদেরা বলেন, বিপাকহার উন্নত করতে পেটের সার্বিক স্বাস্থ্য ভাল হওয়া প্রয়োজন। যুম থেকে উঠে চা, কফি না খেলে দিন শুরু হয় না অনেকেই। এই অভ্যাসে মন চনমনে হয়ে উঠলেও বিপাকহারে কিন্তু গতি আসবে না। সে ক্ষেত্রে চা, কফির বদলে তিন পানীয়ের উপর ভরসা করতেই পারেন।

হলুদ এবং গোলমরিচ মেশানো জল এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে দুই চিমটে হলুদ গুঁড়ো এবং দুই চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো নিন। ভাল করে মিশিয়ে প্রতি দিন সকালে খেতে শুরু করুন। হলুদের মধ্যে রয়েছে কারকিউমিন এবং গোলমরিচের মধ্যে রয়েছে প্যাপারিকা। এই দুইয়ের মিশ্রণের বিপাকহারের মানে গতি আসে। ফলে অতিরিক্ত মেদ বরাতে খুব একটা সমস্যা হয় না।

জিরে ভেজানো জল এক গ্লাস জলে এক চা চামচ গোটা জিরে ভিজিয়ে রাখুন। সারা রাত ভিজিয়ে রাখার পর সকালে সেই জলটা হেঁকে ফুটিয়ে নিন। এ বার

তাতে সামান্য লেবু যোগ করে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খেয়ে নিন। জিরের মধ্যে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকায় তা হজমে সাহায্য করে। শরীর থেকে বাড়তি টক্সিন বার করে বিপাকক্রিয়ার হারও বাড়ায় জিরে।

উষ্ণ জলে লেবুর রস এবং মধু এক গ্লাস উষ্ণ জলে গোটা একটি লেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে নিন সাতসকালেই। এই পানীয় শুধু সকালের নয়, দিনের মধ্যে তিন-চার বার খেতে পারেন। গরম জলে লেবু মেশানোর কারণে অম্বল তো হয়ই না, উল্টে শরীরের জমে থাকা টক্সিন এতে দূর হয় সহজে। এ ছাড়া, লেবুর জল গোটা হজম প্রক্রিয়াকে ক্ষরীয় করে তোলে, তাই খাবার হজম করতে এতটুকু বেগ পেতে হয় না।

৩টি কৌশল মাথায় রাখলে রোজই রান্নাঘরের যত্ন নেওয়া যায়



সুস্থ থাকতে শুধু শরীরচর্চা কিংবা ডায়েট করলেই চলবে না। যত্নে রাখতে হবে হেঁশেলও। রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার উপর ভাল থাকা নির্ভর করে। তাই বাহারি পদ রান্না করে হেঁশেলের সঙ্গে সম্পর্কে দাঁড়ি টানলে চলবে না। নিয়ম করে রান্নাঘর পরিষ্কারও রাখতে হবে।

হেঁশেলের কোশে কোশে যদি জীবাণু ছেঁয়ে থাকে, তা হলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। তবে হেঁশেল জীবাণুমুক্ত রাখতে কয়েকটি কৌশল শুধু মোেন চলতে হবে। তা হলেই আর সুস্থ থাকা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে না।

১) অফিস, বাড়ির অন্যান্য কাজ,

বাইরের কিছু দায়িত্ব এত কিছু একা হাতে সামলে রান্নাঘর পরিষ্কার করার সময় পান না অনেকেই। কিন্তু সুরক্ষিত থাকতে চাইলে রোজ খানিকটা সময় বার করতেই হবে। কম সময়ে রান্নাঘর জীবাণুমুক্ত করতে চাইলে সাবানজলে কাপড় ভিজিয়ে রান্নাঘরের প্রতিটি কোণ মুছে নিন। চিমনি থাকলে দেওয়ালে তেল-মশলা জমে। সেগুলি নিয়ম করে পরিষ্কার করতে হবে।

২) মাজা বাসনও ব্যবহার করার আগে এক বার ধুয়ে নেওয়া জরুরি। আর পরিষ্কার বাসন সিন্ধের উপর রাখবেন না। বরং কোনও তাকে সুদূর

করে সাজিয়ে রাখুন। তবে বাসন মাজার পরেই তুলে রাখবেন না। ধোয়ার পর শুকিয়ে তবেই তুলে রাখুন।

৩) মাছ, মাংস কাটার ছুরি দিয়েই পনির, সর্জি, পাউরুটি কিংবা এই ধরনের কোনও খাবার কাটবেন না। মাছ-মাংস কাটার সময় প্রাণীর দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়া জীবাণু লেগে যায় ছুরিতে। তাই মাছ, মাংস কাটার পর সেই ছুড়ি ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। অন্য খাবারে ছুরি ছোঁয়ানোর আগে গরমজলে ধুয়ে নিতে পারেন।

চিনি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন? লাভ হচ্ছে না কি ক্ষতি?

মিষ্টি খেতে ভালবাসেন না এমন লোক কমই আছেন। সরাসরি মিষ্টি না খেলেও বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে চিনি ঢোকে শরীরে। অনেকেই আছেন, যাঁরা সচেতন ভাবে চিনি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কেউ ওজন কমানোর ইচ্ছায়, কেউ আবার ডায়াবিটিসের ভয়ে চিনি খাওয়া করেছেন। কর্মব্যস্ত জীবনে খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, ঘুমের ঘাটতি, অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগব্যাধি।

স্থূলতা, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আরও একটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হল চিনি খাওয়ার অভ্যাস। এক মাস ডায়েট থেকে চিনি বাদ দিলে কী কী হতে পারে, রইল তার হদিস। ১) বহু চেষ্টা করেও ওজন বরাতে পারছেন না? এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখতে পারেন। মিষ্টি জাতীয় খাবার ও চিনি খেলে শরীরে সবচেয়ে বেশি



ক্যালোরি যায়। যা হল ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ। চিনি খাওয়া বন্ধ করলেই ওজন দ্রুত কমে। ২) অনিদ্রার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। চিনি কম খেলে ঘুম ভাল হয়। কিন্তু চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলে অনিদ্রার সমস্যা দূর হয়। ৩) অনেক

সময়ে কাজের প্রতি অনীহা আসে। শরীরে শক্তির অভাব হয়। এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখুন শরীরে স্ফূর্তি বাড়বে। কর্মক্ষমতাও বাড়বে। ৪) হার্টের রোগের ঝুঁকিও বাড়ে বেশি চিনি খেলে। হার্টের রোগের ঝুঁকি কমাতে চিনি

খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন। ৫) ইদানীং মানসিক চাপ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। অতিরিক্ত চিনি খেলে মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে। এক মাস চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল।

পুজোর আগে চুল থেকে ঠোঁটের যত্নে ভরসা রাখুন ঘরোয়া টোটকায়

পুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে বাকি এখনও কয়েক দিন। হাতে কিছুটা সময় থাকলেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই। কেনাকাটা তো চলছেই, সেই সঙ্গে ত্বকে উতবের জেল্লা আনার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গিয়েছে। পার্লারগুলিতে একটু একটু করে ভিডু বাড়তে শুরু করেছে। সময়ের অভাবে পার্লারের চৌকাঠ পেঁরোতে পারেন না অনেকেই।

তা নিয়ে অবশ্য মনখারাপ করার কিছু নেই। রূপচর্চার জন্য ঘরোয়া টোটকার কোনও বিকল্প নেই। ঘরোয়া যত্নেই পুজোর ভিডু হয়ে উঠতে পারেন অনন্যা। পুজোর আগে পার্লারে না গিয়ে ঘরোয়া উপায়ে কী ভাবে নেবেন নিজের যত্ন? চুল-পার্লারে গিয়ে হেয়ার স্পা করানো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। তা ছাড়া সময়ও নষ্ট হবে। তার চেয়ে বাড়ি বসেই হেয়ার স্পা করে নিতে পারেন। শ্যাম্পু করার আগে অলিভ অয়েলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে হালকা গরম করে মাথায় মালিশ করুন। তার

পর গরমজলে তোলালে ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে মিনিট দশকে মাথায় জড়িয়ে রাখুন। শেষে ভাল কোনও সিরাম মেখে নিন। ত্বক- ত্বক ভিতর থেকে মসৃণ এবং কোমল রাখতে পুজোর আগে সরাসরি ঠান্ডা মুখে জল না দেওয়াই ভাল। ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এ ছাড়া, ঘরোয়া উপায়ে চটজলদি মুখে গুঁজুল্য আনতে জবা ফুলের গুঁড়োর সঙ্গে এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে ফেস সিরাম হিসাবে ব্যবহার করুন। নিয়ম করে ব্যবহার করলে পুজোর ত্বক চকচকে হবে।

ঠোঁট- শুধু রক্তিন লিপস্টিকের পরত দিলেই হবে না। ঠোঁটের চাই নিজস্ব জেল্লা। লিপবাম, লিপগ্লসের মতো প্রসাধনী ঠোঁট সাময়িক ভাবে কোমল রাখে। তবে ঠোঁট ভিতর থেকে আর্দ রাখতে ঘুমের আগে হালকা মধু লাগিয়ে ঘুমোতে যান। প্রাকৃতিক স্কাবার হিসাবে চিনির গুণও কম নয়। চিনি দিয়ে স্কাব করলে ঠোঁটের কালচে দাগ দূর হওয়ার পাশাপাশি মরা চামড়াও দূর হবে।



সন্ধ্যার কাজের ফাঁকে কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন?

দুপুরে ভরপেট খেয়েও সন্ধ্যাবেলায় হালকা কিছু না খেলে মনটা কেমন উসখুস খুঁজে থাকে। পুষ্টিবিদেরা বলেন, ওজন বরাতে চাইলে সন্ধ্যার পর “লো কার্ব” ও “লো ফ্যাট” খাবার না খাওয়াই শ্রেয়। তাতে গ্যাস-অম্বল হয়ে আবার অন্য সমস্যা হতে পারে। সন্ধ্যার পর কোন খাবারগুলি খেলে গ্যাস-অম্বল এবং ওজন বেড়ে যাওয়া, দুয়েরই ঝুঁকি থাকে? প্রক্রিয়াজাত খাবার প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলিতে “হাইড্রোজেনেটেড অয়েল”, চিনি, নুন ও অত্যধিক মাত্রায় ক্যালোরি থাকে। যেগুলি ওজন বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যতন্ত। ওজন বারানোর ইচ্ছা

থাকলে সন্ধ্যার পর এ ধরনে খাবার না খাওয়াই শ্রেয়। ওজন বেড়ে যাওয়া ছাড়াও শরীরের জন্যও একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয় এই খাবারগুলি। সোডা যুক্ত পানীয় বিভিন্ন প্রকার নরম পানীয় ও সোডাযুক্ত পানীয়তে চিনির মাত্রা বেশি থাকে। পুষ্টিবিদেরা সেই কারণে এই ধরনের পানীয় সন্ধ্যার পর খেতে পারেন। সকালের দিকে হজমক্ষমতা বেশি থাকে। ফলে তখন এই পানীয়গুলি দ্রুত হজম হয়ে যায়। তবে সূর্য ডোবার পানীয় হোক কিংবা খাবার, হজম হতে সময় নেয়। তাই সন্ধ্যার পর নরম পানীয় কম খাওয়ার চেষ্টা করুন।

চিজ পিতা, বার্গার এবং আরও অনেক রকমারি খাবারে চিজ থাকে ভরপুর পরিমাণে। এই খাবার অত্যধিক মাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট, কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম থাকে। ওজন বরাতে চাইলে সন্ধ্যার পর চিজ না খাওয়াই শ্রেয়। খেতে ভাল লাগলেও পরে বাড়তি ওজন নিয়ে ভুগতে হতে পারে।



মাস্কনা

জুয়েলস-এর জয় রুখে লাল বাহাদুরের ম্যাচআবারও ড্র-তে নিষ্পত্তি : মাঠে কার্ডের ছড়াছড়ি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র ডিভিশন লিগের ম্যাচ ফের ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। ১-১ গোলে অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচ শেষ হয়েছে। তবে মাঠে অ-খেলোয়াড়সুলভ আচরণ আজ অনেকটাই প্রকট ছিল। খেলা ছিল জুয়েলস এসোসিয়েশন এবং লাল বাহাদুর ব্যাামাগারের মধ্যে। এবারকার শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলস চম্ভ্র মোমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে এ নিয়ে ষষ্ঠ ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হলো। যদিও লাল বাহাদুর ব্যাামাগারে পরক্ষ্ই তিনটি ম্যাচ। তবে আজ, মঙ্গলবারের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশনের জয়

রুখে লাল বাহাদুর ব্যাামাগারকে পরাজয়ের মুখ থেকে বাঁচতে হল। ১-১ গোলে অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটলে দু দল পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে এক-এক করে। আখেরে সুপার ফোর এর লক্ষ্যে দুই দলের অবস্থান কিছুটা কঠিন হয়ে আসছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় প্রথম ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরুঃ থেকেই টানটান উত্তেজনা। ফিরাজ কর ছিল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে পুরো খেলায় দু’দলের একটি তিনটি ম্যাচ। তারে আজ, মঙ্গলবারের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশনের জয়

হলুদ কার্ড মাঠের প্রতিদ্বন্দিতার পাশাপাশি উত্তেজনার মাত্রার সঠিক সংকেত দিয়েছে। প্রথমার্ধের ২৮ মিনিটের মাথায় জুয়েলস এসোসিয়েশনের সেমি মৌওন একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দেয়। পরবর্তী সময়ে গোলটি শোধ করার লক্ষ্যে লাল বাহাদুরের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াররা যথেষ্ট চেষ্টা করলেও প্রথমাৰ্ধে তাদের পিছিয়ে থাকতে হয়। খেলার ৫৮ মিনিটের মাথায় লাল বাহাদুরের রোহিত সিং সুযোগ বুঝে গোলটি পরিশোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত

হলেও তৃতীয় গোালের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। উপরন্তু খেলার দুই অর্ধে জুয়েলসের তিন জনকে রেকারি বিম্বজিত দাস হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। তবে খেলার ৭৭ মিনিটের মাথায় এক উত্তেজনা পূর্ণ পরিস্থিতিতে খেলার মাঠের পরিবেশ অনেকটাই অপ্রীতিকর হয়ে উঠে। অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ দেখা দেয় খেলোয়ারদের মধ্যে। জুয়েলসের গ্যাংমাই ও লাল বাহাদুরের দলেন সিং কে লাল কার্ড দেখিয়ে রেকারি মাঠ থেকে বের করে দেন। দিলের খেলা: বিকেল চারটায় টউন ক্লাব বনাম ব্রাদ মউন ক্লাব, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ফলগোর্ড ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব। আলাকুন্তমিনি স্টেডিয়ামে।

‘পারফর্ম করলে কেন অবসর নেবে?’ রোহিত-বিরাটের ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা সৌরভের

ইংল্যান্ড সফরে শুভদান গিলদের দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দু’জনেই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে নিচ্ছেন আর্গেই। ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্টকেও বিদায় জানান তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে আলোচনা চলছে, ওয়ানডে ক্রিকেট থেকেও কি এবার অবসর নিতে চলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই সুপারস্টার? দু’বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকা করে বিশ্বকাপ। রোহিত, বিরাটকে কি বিশ্বকাপে ভাবা হবে? গত কয়েক দিন ধরে প্রশ্নটা ঘোরাক্ষেপা করছে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়কেও প্রশ্নটা করা হয়েছিল। যে প্রসঙ্গে রবিবার এক ইন্ডেটে সৌরভ বলেন, “এটা নিয়ে আমি খুব একটা কিছু জানি না। তাই কোনও মন্তব্য করতে পারব না। কে খেলবে আর কে খেলবে না, সেটা বলা খুব কঠিন। তবে ওরা যদি ভালো পারফর্ম করে, তাহলে কেন খেলবে না? ভালো

খেললে অবশ্যই ওদের খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত। ওয়ানডে ক্রিকেটে বিরাটের রেকর্ড দুর্ধর্ষ। রোহিতেরও তাই। দু’জনেই সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত আসর এশিয়া কাপেও ভারতকে ফেভারিট হিসেবেই বাছলেন সৌরভ। সেন্টেব্বরের শুরুতে এশিয়া কাপ শুরু হবে। সৌরভ বলেন, “ভারত প্রচণ্ড শক্তিশালী টিম। লাল বলে যতটা শক্তিশালী, সাদা বলের ক্রিকেটে তার চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী দল ভারত। আমার মতে, এশিয়া কাপে ফেভারিট ভারতই। বিশেষ করে দু’বারিউ যেরকম উইকেট হয়, সেখানে ভারত করে হারানো খুব কঠিন।”উঠল অভিমন্যু ঈশ্বরপের প্রসঙ্গও। গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডে রাখা হচ্ছে বঙ্গ ওপেনারকে অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের স্কোয়াডে ছিলেন তিনি। কিন্তু একটা ম্যাচেও সুযোগ পাননি। অথচ অভিমন্যু ভারতীয় স্কোয়াডে আসার পর থেকে জনা পনরো ক্রিকেটারের অভিষেক হয়

গিয়েছে তবু বঙ্গ ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। অনেকেই বলাবলি করছেন, ইংল্যান্ডে সুযোগ পাওয়া উচিত। ছিল অভিমন্যুর। সৌরভের আশা, দ্রুত ভারতীয় টেস্ট টিমে সুযোগ পাবেন অভিমন্যু। ওপেনিংয়ে লোকেশ রাহুল আর যশস্বী জয়সওয়াল একটু ক্লাস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সিরাজকে দেখে সেটা একবারের জন্য বোঝা যায়নি। ওভাল টেস্টের শেষদিনও নিজের সর্বশ্ব উজাড় করে দেন। সেই টেস্টে জসপ্রীত বুমরা ছিলেন না। ভারতীয় পেস আর্টাকিকে নেতৃত্ব দেন সিরাজ। ম্যাচের নায়কও তিনি। ভারতীয় পেসার সম্পর্কে সৌরভ বলছিলেন, “সিরাজ এখন রোল মডেল। ইংল্যান্ডে যেভাবে বোলিং করল, সেটা দেখে দারুণ লেগেছে। ওভাল টেস্টের শেষ দিনের কথাই ধরুন। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল নিজের সর্বশ্ব উজাড় করে দিয়েছে। হৃদয় দিয়ে বোলিং করেছে। ভারতীয় টিমের বোলিং আর্টাকিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা যে ওর আছে, সেটা সিরাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। সবটাই করা হয়েছে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা অনুযায়ী

অভিযোগ প্রমাণিত হলে ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে আরসিবি পেসারের। জানা গিয়েছে, দ্যমালের বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। ওই মহিলা বলেছেন, “ও বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছে। ওর পরিবারও আমাকে পত্নবধু করার কথা দিয়েছিল। আমি সত্যতার সঙ্গে সম্পর্ক বাঁটিয়ে রেখেছিলাম।” উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অভিযোগ-নিষ্পত্তি বিভাগে অভিযোগ জানিয়েছিলেন গাজিয়াবাদের ওই তরুণী। এই পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের রায়োয়া টি-টোয়েন্টি লিগ থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ল। সেই কারণেই অনেকের ধারণা, যশ দয়ালের ক্রিকেট কেরিয়ারের হয়তো শেষের শুরু হল।

ধর্মণ-যৌন হেনস্তার অভিযোগ, এবার লিগ থেকে বহিস্কৃত আরসিবি তারকা

গঙ্গা বক্ষে দূরপাল্লার সাঁতারে অংশ নিতে বাছাইকৃত রাজ্যদলের প্রস্তুতি জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দলের সাঁতারুরা এখন জোর কদমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বাছাইকৃত সাঁতারুদের মধ্যে প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি পরশাপাশি যথেষ্ট উদ্যম রয়েছে বলে এবারও বিশ্বের দীর্ঘতম দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে সাফল্য আসবে বলে প্রত্যেকে আশা প্রকাশ করছেন। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গঙ্গাবক্ষে আগামী ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠেয় দূরপাল্লার সাঁতার

প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা থেকে পাঁচজন সাঁতারু এবার অংশ নিতে চলেছে। রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি রাজধানীর জগন্নাথ দীঘিতে এক সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে বাছাইকৃত সাঁতারুদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাছাই পর্বে মোট ৩৮ জন পুরুষ ও মহিলা সাঁতারু অংশগ্রহণ করেছিলেন। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শিক্ষার্থী এবং বাধার ঘাটে খেলো ইন্ডিয়া এক্সিলেন্সি সেন্টারের প্রশিক্ষার্থী

বাছাইকৃত পাঁচজন সাঁতারু বর্তমানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বাছাইকৃত সাঁতারুরা হলেন: পুরুষ বিভাগে সানমন ত্রিপুরা, জাকির হোসেন ও রিয়াজ ত্রিপুরা। মহিলা বিভাগে বিউটি সুব্রধর ও রিয়া দেবনাথ। উল্লেখ্য, আগামী ২৪ আগস্ট রাজ্য দল পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে আগরতলা থেকে রেলপথে রওনা হইবার পরিকল্পনা রয়েছে। লক্ষ্য থাকবে প্রতিযোগিতায় নামার আগে সাঁতারুরা গঙ্গা পক্ষে এক-দুইদিন সাঁতার প্রশিক্ষণ নেওয়ার।

আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল, ইংল্যান্ড সফরে ‘ছাঁটাই’ শামির উপরই দায় চাপাল বোর্ড!

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ভরসার মুখ হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। যোগ্য সদ্ব দেন আকাশ দীপ, প্রসিদ্ধ কুশরাও। তবু জশপ্রীত বুমরাহর দুটি ম্যাচে অনুপস্থিতিতে বা অন্য ম্যাচগুলোতে কাজে লাগতে পারত মহম্মদ শামির অভিজ্ঞতা। এমনকি বিসিসিআইয়ের নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকরের সঙ্গে নাকি কথাও হয়েছিল শামির। তবু কেন বিলেত সফরে যাওয়া হল না শামির শামির ফিটনেস নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। আদৌ টেস্ট ক্রিকেটে রিস্টে পারবেন কি না সেই সংশয় রয়েছে। রনজি ট্রফিতে বল করেছেন ঠিকই, তবে মাত্র ৪-৫

ওভারের স্পেলে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সবসময় চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের এক সূত্র বলেছেন, “প্রথমত অফ ফর্মের জন্য শামিকে বাদ দেওয়া হয়নি। ফিটনেসের জন্যই ওর ইংল্যান্ডে যাওয়া হয়নি।” অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সফরেও ছিলেন না শামি। ওই সূত্র আরও জানান, “অজি সফরে না যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছিল, ইংল্যান্ডে ওকে কাজে লাগবে। ইংল্যান্ডে কুতূহল দল নির্বাচনের সময় নির্বাচকরাও ওর সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু শামিকে কখনওই ফিটনেস নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মনে হয়নি। ও যে আমাদের আশ্বস্ত করবে, তা

রিয়ানের জন্যই দল ছাড়ছেন সঞ্জু! প্রাক্তন তারকার বিস্ফোরণের পরই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা রাজস্থানের

রাজস্থান রয়্যালস থেকে সঞ্জু স্যামসনের ‘বিদায়’ মোটামুটি পকা। এমনকি তিনি যে যোনির দল চেম্বি সুপার কিংসে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে রেখেছেন, এরকম খবরও পাওয়া যাচ্ছে। আর যদি এই জল্পনা সত্যি হয়, তার নেপথ্যে কে? এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের মতে, সঞ্জুর সঙ্গে রাজস্থানের সম্ভাব্য বিচ্ছেদের নেপথ্যে রয়েছেন তাঁরই সতীর্থ রিয়ান পরাগ। গতবছর চোটের জন্য আইপিএলের প্রথম দিকের কয়েকটি ম্যাচে ছিলেন না সঞ্জু। সেই জায়গায় রাজস্থানের নেতৃত্ব সামলেছিলেন রিয়ান। এমন নয় যে, রাহুল দ্রাবিড়ের দল তাতে

সাফল্য পেয়েছিল। মাঝে ফের সঞ্জু ছিটকে যাওয়ায় নেতৃত্ব দেন রিয়ান। যা নিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার এস বদ্রিনাথ বলছেন, “আমার মতে, রিয়ান পরাগই আসল কারণ। যদি তুমি ওকে অধিনায়ক হিসেবে ধরেই নাও, তাহলে আশা করতে পারো, না সঞ্জুর মতো প্লেয়ার থাকবে।”অশ্বিনের পডকাস্ট ‘কুটি স্টোরিজে’ নিজের জীবনে রাজস্থানের সম্ভাব্য বিচ্ছেদের নেপথ্যে রয়েছেন তাঁরই সতীর্থ রিয়ান পরাগ। গতবছর চোটের জন্য আইপিএলের প্রথম দিকের কয়েকটি ম্যাচে ছিলেন না সঞ্জু। সেই জায়গায় রাজস্থানের নেতৃত্ব সামলেছিলেন রিয়ান। এমন নয় যে, রাহুল দ্রাবিড়ের দল তাতে

দলের সমস্যা থাকতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।” সঞ্জুর কথায় শেষের কয়েকটা বাক্য থিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। ইংল্যান্ডে কি রাজস্থান আর সঞ্জুর উপর আস্থা রাখছে না? থার এভাবে কৃতজ্ঞতা তো মানুষ বিদায় বেলায় জানায়। শোনা যাচ্ছে, সঞ্জু নাকি ইতিমধ্যেই চমোইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন।এর মধ্যে, রাজস্থান রয়্যালসের তরফ থেকে সঞ্জুরই বলা কয়েকটি কথা ব্যবহার করছে। ‘রাজস্থান আসলে আমার কাছে গোটা পৃথিবী’, এই বার্তার সঙ্গে সঞ্জুর ছবিও দেওয়া। তাহলে কি রাজস্থান রয়্যালস সমস্ত শত্রুতা ভুলতে উঠেই?

শেষ টেস্টে নেই পন্থ, জানিয়ে দিলেন গম্ভীর, সমালোচকদের একহাত নিয়ে কোচ বললেন, ওঁরা ক্রিকেটের কিছুই বোঝেন না

ম্যাঞ্চেস্টারে ড্র করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে টিকে রয়েছে ভারত। সিরিজ ড্র করার লক্ষ্যে ওভালে নামবেন শুভমন গিলেরা। গুরুত্বপূর্ণ এই টেস্টে খবদ পঙ্ককে পাওয়া য়দেই নে। নিশ্চিত করে দিলেন গৌতম গম্ভীর।

চতুর্থ টেস্টের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন গম্ভীর। সেখানেই পরের টেস্টে পঙ্ককে পাওয়ার প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আগামী প্রজন্ম ওর এই ইনিংস নিয়ে আলোচনা করবেই। ওর চোট পাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক।” পরের ভারতীয় দলকে বোর্ডও সরকারি ভাবে জানিয়ে দেয় শেষ টেস্টে পঙ্ককে পাওয়া যাবে না। তাঁর বদলে দলে নেওয়া হয়েছে এন জগদীশনকে।

এই ভারতীয় দলকে নিয়ে উচ্ছসিত গম্ভীর। তিনি বলেন, “অনেকেই ভাবেননি আমরা ম্যাচ বাঁচাতে পারব। এই দলটা তৈরি হচ্ছে। আমরা সেরা ১৮ জনকে নিয়েছি। ওর চোটের কারণেও আমরা সেরা ১৮ জনকে নিয়েছি। শুধু একটু অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল তো বটেই, পাশাপাশি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পয়েন্ট থাকা আরও দুটি দল কোয়ার্টারে যাবে। মোহন-ইস্ট ছাড়াও যেমন ডায়মন্ড হারবারও যোগ্যতা অর্জন করেছে।

দলটা কাউকে অনুসরণ করে না। এরা শুধু দেশের সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করে।” সিরিজ ড্র করার লক্ষ্যে ওভালে নামবেন শুভমন গিলেরা। গুরুত্বপূর্ণ এই টেস্টে খবদ পঙ্ককে পাওয়া য়দেই নে। নিশ্চিত করে দিলেন গৌতম গম্ভীর।

চতুর্থ টেস্টের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন গম্ভীর। সেখানেই পরের টেস্টে পঙ্ককে পাওয়ার প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আগামী প্রজন্ম ওর এই ইনিংস নিয়ে আলোচনা করবেই। ওর চোট পাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক।” পরের ভারতীয় দলকে বোর্ডও সরকারি ভাবে জানিয়ে দেয় শেষ টেস্টে পঙ্ককে পাওয়া যাবে না। তাঁর বদলে দলে নেওয়া হয়েছে এন জগদীশনকে। এই ভারতীয় দলকে নিয়ে উচ্ছসিত গম্ভীর। তিনি বলেন, “অনেকেই ভাবেননি আমরা ম্যাচ বাঁচাতে পারব। এই দলটা তৈরি হচ্ছে। আমরা সেরা ১৮ জনকে নিয়েছি। শুধু একটু অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল তো বটেই, পাশাপাশি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পয়েন্ট থাকা আরও দুটি দল কোয়ার্টারে যাবে। মোহন-ইস্ট ছাড়াও যেমন ডায়মন্ড হারবারও যোগ্যতা অর্জন করেছে।

লোকসভায় পাশ জাতীয় ক্রীড়া বিল, কোন পথে কী বদল? জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী মাণ্ডব্য

লোকসভায় পাশ জাতীয় ক্রীড়া বিল। যাকে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ব্যাখ্যা করছেন, “স্বাধীনতার পর থেকে ক্রীড়ার ইতিহাসে একক বহুস্তর সংস্কার” বলে। তবে ক্রীড়া মন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এর আগে দুপুর দুটো নাগাদ জাতীয় ডোপিং বিরোধী (সংশোধনী) বিলটিও পাস হয় লোকসভায় বিল পাশ হওয়ার পর মাণ্ডব্য আরও বলেন, “এই বিল

ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীলতা ও স্পোর্টস ফেডারেশনগুলোর জন্য সেরা পরিকাঠামো এনে দেবে। ভারতীয় খেলাধুলার ইকোসিস্টেমে এটার বিরাট গুরুত্ব থাকবে। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে এত বড় একটা বিল পাস হয়ে গেলেও বিরোধীদের কোনও ভূমিকা রইল না।”তিনি আরও জানান, “২০১১ সালে আমাদের জাতীয় স্পোর্টস কোড ছিল। কিন্তু সেটা কখনও বিলে পরিণত হয়নি। অনেক আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও

সেটা কখনই পার্লামেন্টে ওঠেনি। আর আজকের জাতীয় ক্রীড়া বিল দিক পরিবর্তন করবে। এত বড় দেশ হওয়া সত্ত্বেও অলিম্পিকে আমরা কোনও সাফল্য পাইনি। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও পারফরম্যান্স হতাশাজনক। এই বিলের মাধ্যম দিয়ে আমরা ভারতীয় ক্রীড়ার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলব।”বিসিসিআইয়ের মতো স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা প্রথম থেকেই ক্রীড়া বিলের অধীনে আসতে রাজি ছিল না। কারণ, আর্থিকভাবে তারা

কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়। যদিও ক্রীড়া বিলের অধীনে বিসিসিআইও থাকছে। তবে তাদেরকে আর্টিফাইয়ের অধীনে পড়তেহবেনা।অজুগ্ধরউয়িঝেঁর পদবিঝরিওয়াররভাভ্রনায়কজন্তর হতাশাজনক। এই বিলের মাধ্যম দিয়ে আমরা ভারতীয় ক্রীড়ার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলব।”বিসিসিআইয়ের মতো স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা প্রথম থেকেই ক্রীড়া বিলের অধীনে আসতে রাজি ছিল না। কারণ, আর্থিকভাবে তারা

পদপিষ্ট কাণ্ডের ৩ মাস পরই বড় সিদ্ধান্ত, বেঙ্গালুরুতে হচ্ছে নতুন স্টেডিয়াম, খরচ কত কোটি?

: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল জেতার পর হৃদয়বিধারক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে পুরো দুনিয়া। কোহলিদের সেলিব্রেশন যোগ দিতে গিয়ে চিন্নাখামী স্টেডিয়ামে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটেছিল ১১ জনের। আহত হয়েছিলেন বহু। তার বিন্যাসের মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত কর্নটিক সরকারের। এবার ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামহিয়া বোম্বাসমুদ্রার সূর্য সিটির স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই স্টেডিয়াম তৈরি করা ১৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ক্রিকেট নয়, ইনডোর ও আউটডোর মিলিয়ে মোট ৮ ধরনের খেলাধুলোর জায়গা থাকছে। জাতীয় ক্রীড়া অ্যাকাডেমিকসও এই স্টেডিয়ামের অধীনে নিয়ে আসা হবে অন্যদিকে চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা মাত্র ৩৩ হাজার। কোহলিদের আইপিএল জয়ের সেলিব্রেশনে সেখানে দু’তিন লক্ষের বেশি মানুষ প্রবেশের চেষ্টা

করেছিলেন। তার ফলে স্টেডিয়ামের ছোট দরজা খুলেও যায়। ভিড় নিয়ন্ত্রণে বার্থ পেতে মেলেনি অ্যান্থল্যাপ, ছিল না নূনতম ব্যবস্থাপনা। পরাণ্ড পুলিশ না থাকায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। আবার আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার মতো অ্যান্থল্যাপও ছিল না। সেসব থেকে শিক্ষা নিয়েই আরও দক্ষ দর্শকসনের স্টেডিয়াম বানানোর

পরিকল্পনা সিদ্ধারামহিয়া সরকারের উল্লেখ্য, শুধু কর্নটিক সরকার নয়। ওজরাটের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামকে টক্কর দিতে আরও দুটি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলছিল। তার মধ্যে একটি মুম্বইয়ে এমসিএ-র অধীনে। অন্যটি অন্ধ্র প্রদেশে। অমরাতীতে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়তে চলেছে অন্ধ্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

‘আই ডু’, হাতে হাত, আংটির ছবি দিয়ে জর্জিনার পোস্ট, বিয়ে সেরে ফেললেন রোনাল্ডো?

: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রেম কি এবার পরিণতি পেয়ে? সেরকম গুঞ্জলি শুরু হয়েছে রোনাল্ডোর বান্ধবী জর্জিনা রডরিগেজের সোশাল মিডিয়া পোস্ট ফিরে। সেলবার রাতে আংটি পরা হাতের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন জর্জিনা। কাপশনে লেখেন, ‘আই ডু’। বিয়ের সময়ে যে শপথবাক্য পাঠ করা হয়, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাক্য এটি। তারপর থেকেই নেটদুনিয়ায় প্রবল জল্পনা, তাহলে কি বিয়েটা সেরে ফেললেন সিআর সেভেন?২০১৬ থেকে সম্পর্কে রয়েছেন রোনাল্ডো ও জর্জিনা। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচ সন্তান রয়েছে আল নাসের তারকার। কিন্তু এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেননি তাঁরা। নিজস্বের এনগেজমেন্টের কথা প্রকাশে ঘোষণাও করেনি। দীর্ঘদিন ধরে ভক্তরা অপেক্ষা করে আছেন এই সুখবরে। কিন্তু রোনাল্ডো বা জর্জিনা কেউই বিয়ে নিয়ে কিছু বলেননি। তবে চলাচলি বছরের শুরুতে ইঙ্গিতবাহী পোস্ট করেছিলেন পতুগিজ মহাতারকা। জর্জিনার জন্মদিনে ছবি পোস্ট করে রোনাল্ডোর বার্তা ছিল, “মা, সন্ধ্যা, বন্ধু, জী- তোমকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। তোমার জ্যোতিতে আমরা আলোকিত হই।

